ত্রিপুরার রূপকথা

(সিপিংতুই-মাইরুংতুই)



सत्यमेव जयते

শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্তী

শিক্ষা অধিকার
ত্রিপুরা
১৯৫৯

[সিপিংতুই মাইরুংতুই]

[এক]

বনে জংগলে ঘেরা ত্রিপুরার এক বিরাট পাহাড়। সে পাহাড়ের চূড়ায় এক ছোট ত্রিপুরী পাড়া। সে পাড়ার সবাই 'জুম' ক'রে খায়। জুম ক'রে খায় কিন্তু অভাব নেই কারো। সে পাড়ায় এক ঘর ত্রিপুরী কৃষক পরিবারের বাস। কৃষকটির দুই বিয়ে। বড় বৌ-এর একটি মেয়ে। মেয়ের নাম সিপিংতুই। ছোট বৌ-এর এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলের নাম অজ রায় আর মেয়ের নাম মাইরুংতুই।

কিন্তু ভগবানের কি ইচ্ছা—কিছুদিন পর সিপিংতুই-এর মা মারা যান। তাই ছোটবেলা থেকেই মাইরুংতুই-এর মা সিপিংতুইকে লালন পালন করতে লাগলেন। বয়স বাড়তে লাগল—মা-মরা সিপিংতুই-এর রং কালো হ'লে কি হবে শরীরের গড়নটি ছিল বড় চমৎকার। ঘরে বাইরের সব কাজই সে করত। তাঁতের কাজ, জুমের কাজ, ঘরকন্নার কাজ—সবই সে অতি সুন্দরভাবে করতে শিখেছিল। কিন্তু মাইরুংতুই ছিল ঠিক তার উল্টোটি। অতি আদরের মেয়ে বলে সে কোন পরিশ্রমের কাজই করত না। আর সব কাজেই ছিল সিপিংতুই-এর প্রতি হিংসা। মোমের পুতুলের মত ছিল তার চলাফেরা। সিপিংতুইকে রিয়া

রিগলই সে পরতে দিত না। জুমের কাজ করতে হ'লে ভাল টাক্‌কল খানা নিজের জন্যে রেখে খারাপটি সিপিংতুইকে দিত। কিন্তু সিপিংতুই তবুও মুখ ফুটে কিছু বলত না।

একদিন হ'ল এক ভারী মজার ব্যাপার। দু'বোন জুমে কাজ করছে। এমন সময় এক শুক পাখী অবিকল মানুষের ভাষায় বলে উঠল "ঐ ময়লা কাপড় পরা ভাঙ্গা দাও হাতে মেয়েটি যদি রাণী হ'ত তাহ'লে কি সুন্দরই না হত।" যেই শোনা অমনি মাইরুংতুই সিপিংতুইকে বল্‌ল "দিদি তোমার ময়লা কাপড় আর ভাঙ্গা টাক্‌কলটা আমাকে দাও"। দিদিও অতশত না বুঝে বোনের কথামত সব দিয়ে দিল। ছোটবোন যেই দিদির দেওয়া কাপড় চোপড় পরল অমনি শুকপাখী আবার বলে উঠ্‌ল "ঐ সুন্দর কাপড় পরা মেয়েটি যদি রাণী হ'ত তাহলে খুব ভাল হ'ত"। এই কথা শুনেই মাইরুংতুই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। রেগে গিয়ে সে বল্‌ল "দিদি, তোমার কাপড় ও দা তুমি নাও আর আমারটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।" সিপিংতুই আর কি করে। আবার ফিরিয়ে দিল তার কাপড় আর টাক্‌কল। এইভাবে কলসী নিয়ে জল আনবার সময়ও তাকে একবার আগে, একবার পিছে যেতে হ'ত। কিন্তু এত দুঃখভোগ ক'রেও সে কখনো কারো বিরুদ্ধে নালিশ জানাতো না। এইভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। সব কিছুরই শেষ হয়, কিন্তু সিপিংতুই-এর দুঃখের আর শেষ নেই।

একদিন দু'বোন জুমের কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত হ'য়ে বিশ্রাম নেবার জন্যে টং ঘরে বসে কথাবার্ত্তা বলছে। এমন সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল রাজার বিনন্দিয়ারা। খাজনা আদায় করতে। রাজার লোকজন সিপিংতুইকে দেখে অবাক হয়ে গেল। একজন বল্‌ল "এই মেয়েটি যদি আমাদের রাজরাণী হ'ত তাহলে আমরা কি সুখীই হতাম"! এই কথা বলাবলি করতে করতে তারা দুবোনের কাছে এসে বল্‌ল "মাগো আমরা রাজার লোক। খাজনা আদায় করতে এসেছি। বড়ই পিপাসা পেয়েছে। আমাদের একটু খাবার জল দাও"। তাদের কথা শুনে মাইরুংতুই বললো "ওহে রাজার লোক, আমার কাছে ভাল জল আছে" "কাহাম তুই তংগ, দাতি ইয়াং ফাইদি"। তাড়াতাড়ি সে তার তিলাউ হ'তে রাজার লোকদের জল খেতে দিল। কিন্তু কার সাধ্য সে জল মুখে দেয়। ঘোলা, কাদায় ভরা সেই জল ফেলে 'বিনন্দিয়ার' দল সিপিংতুই-এর কাছে গেল। সিপিং সবাইকে আদর ক'রে কাছে বসাল। তারপর "কাহামতুই" খেতে দিল। 'বিনন্দিয়ার দল তৃপ্তি মত জল খেয়ে দু'হাত তুলে সিপিংকে আশীর্ব্বাদ ক'রে চলে গেল।

বিনন্দিয়ারা রাজধানীতে ফিরে গিয়ে মহারাজার কাছে সিপিংতুই-এর খুব প্রশংসা করল। রাজা তাদের কথাবার্ত্তা শুনে সিপিংতুইকে রাজরাণী করতে চাইলেন। কিন্তু বিয়ের আগে তাকে একবার তিনি

নিজের চোখে দেখবেন। তখন বিনন্দিয়ারা বল্‌ল "মহারাজ আপনি রাজার মত ঘটা ক'রে গেলে চলবে না। আপনি যদি সাধারণ লোকের পোষাকে নদীর ঘাটে যেতে পারেন তাহ'লে তাকে দেখতে পারেন। রাজারও কৌতূহলের অন্ত নেই। তিনি বল্‌লেন "ঠিক আছে, তাই হবে।" বিনন্দিয়াদের কথামত রাজা ঘোড়া নিয়ে নদীর ঘাটে জঙ্গলে লুকিয়ে রইলেন। কলসী নিয়ে সিপিং যখন জল নিতে এল তখন রাজাকে দেখান হ'ল। রাজা দেখেই একলাফে সিপিংকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।



সিপিংকে নিয়ে রাজা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন

মাইরুংতুই ছুটতে ছুটতে এসে মা-বাবার কাছে দিদির

সৌভাগ্যের কথা বল্‌ল। মা তো শুনে কেঁদেই আকুল। কিন্তু কি হবে, আর তো উপায় নেই। তখন মা বল্‌লেন "দেখা যাক্ রাজাকে পথে আন্‌তে পারা যায় কিনা।"

এদিকে রাজা সিপিংকে রাজবাড়ীতে নিয়ে এসে দাসদাসীদের বল্‌লেনঃ "একে ভালভাল পোষাক আর গয়না পরিয়ে দাও। তারপর রাজা খুব জাঁক ক'রে তাকে সিংহাসনের পাশে বসিয়ে রাজরাণী ক'রে নিলেন। রাজরাণী হ'লে কি হবে সিপিং কিন্তু অন্যান্য রাণীদের মত কুড়েমি ক'রে দিন কাটাত না। সে সব সময় রেশমী সুতা দিয়ে 'রিয়া' বুনত। এইভাবে দেখতে দেখতে পরম সুখে একবছর পার হ'য়ে গেল। তারপর একদিন সোনার চাঁদের মত একটি ছেলে সিপিংএর কোল আলো ক'রে এল। রাজার মনে আর আনন্দের সীমা নেই। রাজ্যময় আনন্দের হাট বসে গেল।

এদিকে মাইরুংতুইএর মা যতই সিপিংএর সুখের সংবাদ শোনে ততই হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মনে মনে সে এক ফন্দি আঁটে। সে তার স্বামীকে বলেঃ তুমি সিপিংকে খবর দাও যে তোমার খুব অসুখ। যদি বাপকে শেষ দেখা দেখতে চায় তবে সে যেন খবর পাওয়া মাত্র চলে আসে। স্ত্রীর কথামত একদিন সিপিং-এর বাপ মেয়ের কাছে খবর পাঠাল। খবর পেয়েই সিপিং বাপকে দেখতে আকুল হ'য়ে উঠল। এদিকে রাজা কিছুতেই রাণীকে কাছছাড়া করতে চান না। কিন্তু কি করবেন। কর্তব্য

ভালবাসার চাইতেও বড়। তাই শেষ পর্যন্ত সিপিংকে পাঠাতে রাজী হন তিনি। যাবার সময় রাজা নিজের হাতে রাণীর চুলের খোঁপা বেঁধে দিয়ে তাতে একটি ফুল গুঁজে দিয়ে বললেনঃ "তাড়াতাড়ি চলে আস্‌বে কিন্তু।" তারপর পাল্কী ক'রে লোক লস্কর সাথে হেঁইয়ো হেঁইয়ো করতে করতে সিপিং বাপের বাড়ী যাত্রা করল।

[দুই]

বাপের বাড়ী এসে সিপিং তো কেঁদেই আকুল। কারণ মাত্র কয়দিন আগে তার বাপ মারা গেছেন। সৎমাও মেয়েকে পেয়ে মরা-কান্না কেঁদে উঠ্‌ল। একটু স্থির হওয়ার পর সিপিং আবার রাজবাড়ী ফিরে যেতে চাইল। সৎমা বল্‌লঃ তাও কি হয়, একবেলা না খেয়ে গেলে ভাল দেখায় না। আর এ তো পরের বাড়ী নয়। কাজেই বাধ্য হ'য়ে সিপিংকে থাক্‌তে হ'ল। লোকজন যারা এসেছিল তারা আবার রাজবাড়ীতে ফিরে গেল।

লোকজন বিদায় হওয়ার পর মাইরুংতুই আর তার মা গোপনে পরামর্শ ক'রে ঠিক করল যে কৌশলে সিপিংতুই-এর গায়ে গরম জল ঢেলে তাকে পুড়িয়ে মারতে হবে। তারপর সুযোগ বুঝে মাইরুংতুই তার দিদিকে বল্‌লঃ "দেখি দিদি তোমার মাথার খোঁপাটা।" সিপিং খোঁপাতে হাত না দিতে অনেক অনুনয় বিনয় করলো। কিন্তু কে কার কথা শোনে। মাইরুংতুই একরকম জোর করেই খোঁপাটা খুলে ফেললে। আর অম্নি মাথার ফুলটি টং ঘর-এর নীচে পড়ে গেল। এতে খুব দুঃখিত হ'য়ে সিপিং বল্‌ল "বোন, আমার ফুলটি তুলে এনে দাও।" জিভ কেটে বোন উত্তর দিলঃ "ছিছি ওখানে কে যাবে, ওখানে যে শূওরের মল-মূত্র ও আবর্জ্জনা পড়ে আছে। অগত্যা আর উপায়

না দেখে সিপিং নিজেই নীচে নেমে গেল। মাইরুংতুই আর তার মা এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল। তাই, যেই না সিপিং নীচু হ'য়ে ফুল তুলতে গেল, অম্নি তার মাথায় এক গাম্লা ফুটন্ত জল ঢেলে দিল। যন্ত্রণায় রাণী ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। তার সমস্ত শরীর পুড়ে গেল। মরে গেছে এই ভেবে মা-মেয়ে সিপিংকে পোঁটলা বেঁধে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আস্‌ল। তারপর বাড়ী ফিরে এসে মাইরুংতুই রাণীর পোষাক পরে সেজে গুজে পাল্কী চড়ে রাজ-বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল।

এদিকে রাণীর অভাবে রাজার দিন আর কাটে না। এমন সময় তাকে ফিরে পেয়ে রাজা তো খুব খুশী হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু ওমা। রাণীকে যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে! রাণীর রং তো এত ফরসা ছিল না। যাহোক্‌, রাণী রেশমের সূতা দিয়ে 'রিয়া' বুনতে গেল। কিন্তু বোনা ঠিক হ'ল না। কারণ মাইরুংতুই কোনদিন একাজ করে নি। হঠাৎ একটা পাখী ডেকে বল্‌ল "দুটো ফেলে তিনটে নাও এবং তিনটে ফেলে দুটো নাও।" মাইরুং বুঝতে পার্‌ল সিপিংই পাখীর বেশ ধরে এসব বল্‌ছে। মাইরুং পাখীটিকে তাড়াবার জন্যে অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু পাখীটি বারবারই উড়ে এসে বসতে থাকে। ক্রমে ক্রমে কথাটা রাজার কানে গেল। তাতে রাজার মন আরও খারাপ হ'য়ে গেল। তখন রাজা রাণীকে ডেকে বল্‌লেন ঃ "আমি আজই বনে শিকার করতে যাব। সঙ্গে সঙ্গে লোকলস্কর সব

সাজতে আরম্ভ করল। রাজা সঙ্গীসাথী সহ শিকারে চল্‌লেন।

রাজা বনে গিয়ে শিকারের বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু কোথাও কোন শিকার মিল্‌ল না। তখন রাজা তাঁর পোষা হরিণের কাছে গেলেন। এই হরিণটির জন্য রাজা বনের মধ্যে একটা সুন্দর ঘর তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন। হরিণটার কাছে গিয়ে রাজা বললেনঃ "আজ আর কোন কিছু ভাল লাগ্‌ছে না, আজ তোমার ঘরে একটু শুয়ে থাক্‌ব।" হরিণ বল্‌লঃ 'না মহারাজ' সেটি হবে না।' রাজা অবাক হ'য়ে হরিণটিকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু হরিণ কিছুতেই প্রথমে বলতে রাজী হ'ল না। অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ি করার পর হরিণ রাণীর দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌ল। বনের পশু চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলতে লাগল—কি ক'রে রাণীর গায়ে গরমজলে ফোস্কা পড়েছিল। রাণী যন্ত্রণায় কেমন ক'রে ছট্‌ফট্‌ করছিল। কেমন করে লতাপাতা দিয়ে সে রাণীকে ভাল করল ইত্যাদি। সব কথা শুনে রাজা অবাক হ'য়ে গেলেন। তারপর রাণীকে দেখতে আকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন। হরিণ আর কি করে। কাজেই রাণীকে দেখাল। রাজা তখন রাণীকে রাজ্যে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু হরিণ কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে রাজী হ'ল না। তখন রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন যে মাইরুংতুইএর রক্তে তিনি রাণীকে স্নান

করাবেন। তখন হরিণ রাণীকে রাজার সঙ্গে রাজবাড়ীতে ফিরে যেতে দিল।

রাজবাড়ীতে এসে রাজা মাইরুংতুইকে ডেকে বললেন, "দেখ, বহুদিন ধরে আমার ইচ্ছা যে নদীতে গিয়ে আমরা একসঙ্গে স্নান করি।" রাণী মাইরুংতুই তো রাজার কথা শুনে আহ্লাদে আটখানা। সে তাড়াতাড়ি স্নানের পোষাক পরে সেজেগুজে নদীর ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। রাজাও একখানা খুব ধারালো তরোয়াল নিয়ে ঘাটে চললেন।—মাইরুংতুই অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করল ঃ "মহারাজ, স্নান করতে তরোয়ালের কি প্রয়োজন ?" রাজা বললেন ঃ "পথে যদি বন্যজন্তু আক্রমণ করে তবে এই তরোয়াল দিয়ে দু টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌বো।" এভাবে দুজনে স্নান করতে গেলেন। স্নানের ঘাটে রাজা মাইরুংকে বললেন ঃ "দেখি তোমার পিঠটা একটু মেজে দিই।" রাণী আনন্দের সঙ্গে রাজার দিকে পিঠটা এগিয়ে দিল। অম্নি রাজা সুযোগ বুঝে তরোয়ালের এক কোপে মাইরুংকে দু টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেল্‌লেন। তারপর তাড়াতাড়ি মাইরুংতুই এর রক্ত এনে সিপিংতুইকে স্নান করালেন। আর তার মাংস রান্না ক'রে লোকজনদের খেতে দিলেন। রক্তস্নানের পর সিপিংকে গয়না পরিয়ে ধূমধামের সঙ্গে রাজধানীতে নিয়ে এলেন। রাণীকে আবার ফিরে পেয়ে রাজ্যের লোকজনের মনে আর আনন্দ ধরে না।

রাজধানীতে ফিরে এসে রাজা রাণীকে বললেন, "তোমার তো ছেলে হয়েছে। এবার এই উপলক্ষে একটা উৎসব করা যাক্। আর এই উৎসবে তোমার সৎমাকে ছেলের মুখ দেখতে আসার জন্য নিমন্ত্রণ কর।" রাজার যেই কথা সেই কাজ। অম্নি সৎমার কাছে খবর পাঠান হ'ল—নাতির মুখ দেখবার জন্য। মাইরুংতুই-এর মা মেয়ের ঘরে নাতি হয়েছে খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি নাতির মুখ দেখবার জন্য রাজবাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। রাজ বাড়ী এসে সৎমা কতক্ষণে নাতিকে দেখবে তার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। একে বলে 'নাতি কোথায় ?' তাকে বলে 'নাতি কেমন ?' দাসদাসীরা বলে ঃ "এতো আর যার তার ছেলে নয় ! এ হচ্ছে রাজার ছেলে। এত তাড়াতাড়ি কি ঘর থেকে বের করা যায় ? সময় হ'লে আপনিই দেখবে।" এদিকে হয়েছে কি একটা ব্যাঙকে ঘুংঘুর বেঁধে ঘরের ভিতর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মাইরুং-এর মা যেম্নি নাতিকে দেখতে চায় অম্নি ব্যাঙটা নেচে ওঠে। আর তখনই দাসদাসীরা বলে ওঠে ঃ "এই ছাখ তোমার নাতি হাঁটছে।" এই বলে নানাভাবে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে থাকে। তারপর খাবার ডাক পড়ল। ঠাকুর রাণীর মাকে এবং রাজার শালাকে তাড়াতাড়ি খেতে দিল। পরমানন্দে তারা খেতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ ছেলেটি বলে উঠল ঃ মাগো ! মাংসের মধ্যে যেন আমার দিদির মাংসের গন্ধ করছে। মা উত্তর দিল "দূর বোকা ! রাজ-

বাড়ীতে কি এ সব হয়? এই তো কিছুক্ষণ আগে আমি দেখে এসেছি তোর দিদি ঘরে বসে কথাবার্তা বলছে। আর শুধু তাই নয়, ছেলেকে নিয়ে খেলা করতেও দেখে এলাম।'

যাই হোক, খাওয়া দাওয়ার পর এল বিদায়ের পালা। বিদায়ের সময় একজন দাসী এসে একটা পাতিল দিল। পাতিলটির মুখ কাপড় দিয়ে খুব ভালভাবে ঢাকা। বল্‌লঃ এতে সন্দেশ আছে। বাড়ী নিয়ে আর সবাইকে খেতে দিও। আর একটা গ্লাসে জল, কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে বল্‌লঃ "অনেক দূরে যেতে হবে। তাই মেয়ে এক গ্লাস সরবৎ দিয়েছে।" তারপর মা ও ছেলে ধীরে ধীরে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হ'য়ে গেল। পথে যেতে যেতেই শোনে কে যেন বল্‌ছে "ও দিদি! তোমার মেয়ের মাংস কেমন খেলে?" ছেলেটি তখন মাকে বল্‌ল "কেমন আমি তো আগেই বলেছিলাম যে এ দিদির মাংস।" মা আবার ছেলেকে ধমকে বল্‌ল "দূর বোকা! রাজবাড়ীতে কখনো এ সব হয় না।" ছেলের কথায় কান না দিয়ে মা আপন মনে পথ চল্‌তে লাগ্‌ল। কিছুদূর যাওয়ার পর পিপাসায় গলা বুক শুকিয়ে আস্‌তে লাগল। তখন সরবতের গ্লাস খোলা মাত্রই কতকগুলি মৌমাছি ঝাঁক বেঁধে তাদের আক্রমণ করল। মৌমাছির কামড়ে মা ও ছেলে আধমরা হ'য়ে গেল। অবশেষে অতিকষ্টে প্রাণমাত্র সঙ্গে নিয়ে তারা বাড়ী পৌঁছুল।

বাড়ী আসতেই পাড়ার ছেলের দল তাদের ঘিরে ধরল। সবাই বল্‌লঃ "রাজবাড়ী থেকে যে সন্দেশ এনেছ তা আমাদের খেতে দাও।" মাইরুংতুই এর মা সন্দেশ দেবার জন্য যেই না পাতিলের মধ্যে হাত দিল, অম্নি দেখে সন্দেশ কোথায়! এ যে একটা মানুষের মাথা! বাইরে এনে দেখল এ তার অতি



সাধের মেয়ে—মাইরুংতুই এর মাথা। মেয়ের কাটা-মাথা দেখে মা মূর্চ্ছা গেল। পাড়ার লোক সবাই ভয়ে পালিয়ে গেল। মূর্চ্ছা থেকে আর উঠতে হলো না মাইরুংতুই-এর মাকে! পাড়ার লোকজন বলতে লাগলোঃ "ঠিক হয়েছে—দুষ্টু লোকের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।"

॥ শেষ ॥

ত্রিপুরা প্রশাসনের শিক্ষা অধিকারের পক্ষ হইতে শ্রীঅমরনাথ রায় কর্তৃক
প্রকাশিত এবং শ্রীদণ্ডীরাম বাগ কর্তৃক অ্যালায়েড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০৯,
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।